দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 29 SEP 2005
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

ভিসির একরোখা মনোভাব আর ছাত্রদল ক্যাডারদের মারমুখী আচরণে বুয়েট উত্তপ্ত

স্টাফ রিপোর্টার॥ পূজার ছুটিকে কেন্দ্র করে বুয়েট ক্যাম্পাস এখন উত্তপ্ত। বুয়েট ভিসির একরোখা মনোভাব আর ছাত্রদল ক্যাডারদের মারমুখী আচরণের কারণে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করছে। ছাত্রদল ক্যাডাররা বুধবারও ছাত্রফ্রন্টের মিছিলে হামলা করেছে। ক্যাডারদের হামলায় কমপক্ষে দশ নেতাকর্মী আহত হয়েছে। এ সময় ক্যাডারদের হাতে কয়েক পুলিশ এবং সাংবাদিক লাঞ্ছিত হন। প্রতিবাদে ছাত্রফ্রন্ট দেশব্যাপী বিক্ষোভসহ বিভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। ক্যাডাররা আগের দিন রাতে হলে হলে

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

ভিসির একরোখা

(প্রথম পাতার পর)

আন্দোলনকারীদের হুমকি দিয়ে বলেছে,-বাড়াবাড়ি করলে বুয়েটছাড়া করা হবে। ছাত্রদল ক্যাডাররা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের হল থেকে বের করে দিয়েছে। অনেকের লাগেজপত্র তছনছ করা হয়েছে। ছাত্রফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ বুয়েট ভিসি ড. আলী মর্তুজার অপসারণ দাবি করে বলেছেন, দুর্গাপূজার ছুটিকে কেন্দ্র করে বুয়েট ভিসির সাম্প্রদায়িক বক্তব্য-আচরণই বুয়েটের শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস করছে।

দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ভঙ্গ করে বুয়েটে এবার দুর্গাপূজার ছুটি একদিন করার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা মঙ্গলবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট আহ্বান করলে ক্যাম্পাসে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায়। এমন অবস্থায় বুয়েট কর্তৃপক্ষ পূজার ছুটি না বাড়িয়ে বিশেষ কৌশলে একদিন বিশেষ ছুটি এবং তিন দিন একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে শিক্ষার্থীরা বুয়েট ভিসিকে মৌলবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করে তাঁর অপসারণ দাবিতে বুধবার থেকে বুয়েটে লাগাতার ধর্মঘট আহ্বান করলেও রাতে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে মিছিল-মিটিংয়ের কর্মসূচী ঘোষণা করে। তারই ধারাবাহিকতায় বুধবার ছাত্রফ্রন্ট বুয়েট ক্যাম্পাসে মিছিল বের করলে বুয়েটের ছাত্রদল নেতা মাসুম ও মুন্নার নেতৃত্বে ক্যাডাররা মিছিলের ওপর হামলা চালায়। ক্যাডাররা নেতাকর্মীদের রাস্তায় ফেলে নির্মমভাবে প্রহার করে। তারা পত্রিকায় আন্দোলনকারীদের ছবি দেখে দেখে প্রহার করে। এতে দেবাশীষ, নিলয়, শম্পা, পীপা, কল্যাণী, সুব্রত, আরিফসহ কমপক্ষে দশ নেতাকর্মী আহত হয়।

এই ঘটনায় ছাত্রফ্রন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে সংবাদ সম্মেলন করে বিভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করে।

বুয়েট কর্তৃপক্ষের প্রতিবাদ

এদিকে মঙ্গলবার দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত "বুয়েটে ছাত্রদের ওপর ছাত্রদল ক্যাডারদের হামলা" শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছে বুয়েট কর্তৃপক্ষ। এক বিবৃতিতে বলা হয়, খবরটি বস্তুনিষ্ঠ নয়। প্রকাশিত ছবির ক্যাপসনও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। পুলিশী পাহারায় ভিসি পালিয়ে গেছে, খবরটিও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ছাত্রদলের সমর্থনে কর্তৃপক্ষ বলে, তারা হামলা করেছে বলে যে খবর পরিবেশন করা হয়েছে তাও সত্যের অপলাপ, বরং অস্থিতিশীল করার জন্য যারা এই কাজ করেছে তারাই ছাত্রদের ওপর হামলা করেছে।